ঝিনাইদহে নগদ অর্থসহ সোনার গহনা চুরি

ঝিনাইদহ শহরের উপশহর পাড়ার দুধর্ষ চুরি হয়েছে। চোরেরা ব্র্যাকের কর্মকর্তা শফিকুর রহমানের বাসার গ্রিল কেটে নগদ দেড় লাখ টাকা ও সাত ভরি সোনার গহনা নিয়ে গেছে। এ সময় তিনি গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

জানা গেছে, সাতদিনের লকডাউনে গ্রামের বাড়ি সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামে বেড়াতে যান শফিকুর। শহরের বাড়ি তালাবদ্ধ ছিল। শনিবার বাসায় ফিরে দেখতে পান ঘরের আসবারপত্র এলোমেলো। ঘরের আলমিরা ভাঙ্গা। খোজ নিয়ে জানতে পারেন তার সব কিছু নিয়ে গেছে।

এর আগে ঝিনাইদহ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের কর্মচারী মেহেদী লাভলুর বাড়িতে চুরি হলে তিনি চোর সনাক্ত করে সব কিছুই ফিরে পান। গ্রেফতর হয় চোরসহ ৭ জন।

এদিকে ঝিনাইদহ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার, সদর থানা ওসি মিজানুর রহমান, ওসি তদন্ত এমদাদুল হক খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

তারা জানান, পার্শ্ববর্তী বাড়ির সিসিটিভির ফুটেজ দেখে চোর সনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে। উল্লেখ্য শহরের আরাপপুর বাসস্ট্যান্ডের পাশে সার্থক গ্যাসঘর ও পাগলাকানাই মডেলদের বাসাবাড়িতেও চুরি সংঘটিত হয়েছে।

সাধুহাটী ইউনিয়নের বারোমাইল এলাকায় জনৈক শাহাদতের কাঠের আড়তেও চুরি হয়। করোনাকালে লকডাউন ও জনমানবহীন পাড়া মহল্লায় চোরের উপদ্রপ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে এলাকাবাসি জানায়।

ঝিনাইদহে একের পর এক মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন মানুষ

একের পর এক মৃত্যুর বিভিষিকাময় খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ঝিনাইদহের মানুষ। ঘরে ঘরে অসুস্থ মানুষের ভীড় বাড়ছে। গ্রাম শহর সর্বত্রই ভুগছে মৌসুমি ঠান্ডা কাশি ও জ্বর নিয়ে। সামান্যতেই মানুষ আতংকিত হয়ে ছুটছে চিকিৎসকের কাছে। ফলে সরকারী হাসপাতালের পাশাপাশি ভিড় বাড়ছে প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে।

করোনার লক্ষন নিয়ে অনেকের মৃত্যু হলেও তাদের কোভিড পরীক্ষার সুযোগ হচ্ছে না। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে আইসিইউ শয্যা নেই। নেই পর্যাপ্ত হাই ফ্লো অক্সিজেন ব্যবস্থা। এমন কথা চিন্তা করে অনেকেই কোভিড রোগী নিয়ে আতংকে দিন পার করছেন। এদিকে ফেসবুক ও ম্যাসেঞ্জারসহ নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিদিন শুধুই মৃত্যুর সংবাদ ভেসে আসছে। কেও কোভিডে আবার কেও হৃদরোগে মারা যাচ্ছেন। কারো কারো মধ্যে থাকছে করোনার উপসর্গ।

এমন প্রতিদিন স্বজন হারানোর বেদনায় অশ্রুসিক্ত হচ্ছে মানুষ। নিকাট জনের কাছ থেকে ফোন পেয়ে অনেকেই আতংকিত হয়ে পড়ছেন। চারিদিক যেন এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, শৈলকুপার বাগুটিয়া গ্রামে দুই সপ্তাহ আগে একই দিন স্বামী স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

একই উপজেলার ফুলহরি কাজিপাড়া গ্রামে জিহাদ হোসেন নামে এক কিশোর গত ২১ জুন মৃত্যুর পর তার মা করোনা উপসর্গ নিয়ে ২৪ জুন মারা যান। ১১ দিনের ব্যবধানে তারা নানা সৈয়দ মাহবুব হোসেন শুক্রবার মারা গেছেন। জিহাদের পিতা সৈয়দ কোরবান আলী হিরন করোনার লক্ষন নিয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গ্রাম শহরে অনেকর পরিবার ধরেই করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ। অনেকে ভয়ে পরীক্ষা করাতে যাচ্ছেন না এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে।

হরিণাকুন্ডুর পায়রাডাঙ্গা গ্রামের সোহরাব হোসেন মন্ডল জানান, আজ শনিবার সকালে গ্রামের এক নিকটাত্মীয়কে দাফন করা পর দুপুরে খবর আসে বৃদ্ধ নানা করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন। এখন সেখানে যাচ্ছি দাফন করতে। লকডউনের কারণে স্বজনরা মারা গেলেও করোনা ভয় ও সড়ক পথে যাতায়াতের কারণে অনেকই বিদায় বেলায় প্রিয় মানুষটির মুখ

দেখতে পারছেন না।

ডাঃ নজরুল ইসলাম নামে এক চিকিৎসক জানান, বর্তমান এই মৌসুমে ইনফ্লয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রকোপ থাকে। সাধারণনত গ্রামে গ্রামে এই রোগ দেখা দিচ্ছে। তারা সুস্থও হচ্ছেন। আবার অনেক বয়স্ক মানুষের হৃদরোগসহ নানা সমস্যা আছে। মৃত্যুবরণ করলেই উপসর্গ থাকায় অনেকেই ঢালাও ভাবে করোনা ভাইরাসের কথা উল্লেখ করছেন। এসব কারণে মানুষের মধ্যে আতংক কাজ করছে।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় ঝিনাইদহে করোনায় মারা গেছে ৩ জন। এই নিয়ে জেলায় করোনা শুরুর পর থেকে এক’শ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১৭ জন। ঝিনাইদহ করোনা ইউনিটে ভর্তি আছেন ৫৭ জন। ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ পর্যন্ত ১১১ জনের লাশ দাফন করেছে। এর মধ্যে করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণকারীরাও আছেন।

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্যবিধি না মানায় ৮টি মামলায় ৯জনকে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাস্ক পরিধান ও স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে ৮টি মামলায় ৯জন জরিমানা করা হয়েছে। শনিবার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে জরিমানা আদায় করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান।

আদালত সূত্রে জানা যায়, উপজেলাতে (কোভিড-১৯) করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে চলমান লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলার, দর্শনা, রামনগর, কুড়ুলগাছি, প্রতাপপুর, কার্পাসডাঙ্গাসহ বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান। এসময় মাস্ক পরিধান না করা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে ৮টি মামলায় ৯জনকে ৮ হাজার ৮’শ টাকা জরিমানা করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল সাধারণত এসময় করোনার আমাদের সবাই কে সজাগ থাকবে হবে। তিনি আরো বলেন, মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার সুস্থ রাখতে সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা মেনে চলুন।

লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করেন আদালত পরিচালনার কাজে সহযোগিতা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসের পেশকার জিহন আলী, দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম প্রমুখ। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহে ২০টি চাতালে জলবদ্ধতা! কোটি টাকা লোকসান

ঝিনাইদহে কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকার ফলে শহর ও গ্রামে একই চিত্র ফুটে উঠেছে। সদর উপজেলার ডাকবাংলা বাজারের ত্রিমোহনী এলাকায় জলাবদ্ধতায় ২০ টি চাতাল ও বেশ কয়েকটি বসতবাড়ি তলিয়ে গেছে। পানি উঠেছে চাতালে থাকা শ্রমিকদের ঘরেও। প্রায় দুই মাস যাবৎ বন্ধ রয়েছে চাল উৎপাদন কার্যক্রম। এতে কোটি টাকা লোকসান হয়েছে মালিকদের। বেকার হয়ে অসহায় দিনযাপন করছে দুই শতাধীক শ্রমিক।

শনিবার চাতাল এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, ওই এলাকার চাতালগুলোর পাশে একটি বিল ছিল। এই বিল দিয়ে পানি নিষ্কাশন হত। কিন্তু প্রায় এক বছর আগে শুকনো মৌসুমে এই বিল এলাকায় পুকুর খনন করে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল। ফলে বন্ধ হয়ে যায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা। এখন বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে মানুষ।

চাতাল শ্রমিক আবু তালেব জানান, চাতালে কাজ করে সংসার চলে। কিন্তু বৃষ্টিতে পানি জমে প্রায় দুই মাস চাতাল বন্ধ রয়েছে। ফলে রোজগার না থাকায় কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন পার করতে হচ্ছে। অনেক সময় তিন

বেলাও খাবার জুটছে না।

জলাবদ্ধতার স্বীকার একটি বাড়ির মালিক ইমান আলী বলেন, পাশেই পুকুর কেটে বাধ দেওয়ার ফলে বৃষ্টিতে এখানে পানি জমে গেছে। এই পানি বের হতে না পেরে ঘরে ঢুকছে। উপজেলা প্রশাসনকে জানানোর পরও কোন কাজ হচ্ছে না।

চাতাল মালিক ও ডাকবাংলা চাল কল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন ভান্ডারী জানান, চাতালের পাশে প্রভাবশালীরা পুকুর খনন করায় চাতাল এলাকার পানি বের হচ্ছে না। এখন পানি নিষ্কাশন না হওয়াই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসত বাড়িতে পানি ঢুকছে। তিনি জানান, প্রায় ২০ টি চাতাল ক্ষতিগ্রস্থ। উৎপাদন কাজ বন্ধ।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম শাহীন জানান, এলাকাটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। দ্রতই বিষয়টি সমাধানে চেষ্টা করা হচ্ছে।

সরকারি নির্দেশনা অমান্য মেহেরপুরে ৭জন আটক ! ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

মেহেরপুরে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে মাস্কবিহীন বাইরে ঘোরাফেরা করায় ৭ জনকে আটক করে তাদেরকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলমের নেতৃত্বে শহরের ওয়াপদা মোড় এলাকা থেকে ঐ ৭ ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো মেহেরপুর শহরের ঈদগাহ পাড়ার নজরুল ইসলামের ছেলে এখলাছুর রহমান (৩০), মল্লিক পাড়ার নারায়ন কুমার দাসের ছেলে বিপ্লব কুমার দাস (৪০), চক্করপাড়ার আখতারুজ্জামানের ছেলে বাপ্পি (২০), মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের আব্দুর

রহমানে ছেলে আজহারুল ইসলাম (৪৭), ক্যাশবপাড়ার বাবর আলীর ছেলে শরিফুল ইসলাম (৩৭), এবং মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের আফাজ উদ্দীনের ছেলে সেলিম উদ্দিন(৩২)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, এক সপ্তাহের কঠোর লকডাউন চলাকালীন সময় সরকারি আইন অমান্য করে মাস্কবিহীন চলাচল করায় তাদেরকে আটক করা হয়। পরে ৭ জনের নিকট থেকে ৭ হাজার ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইয়ানুর রহমান, কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলাম, সদর উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা ইসরাফিল হোসেন সহ বিজিবি, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত

করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে শুরু হয়েছে কঠোর লকডাউন। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হওয়া এই লকডাউন ৭ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত চলমান থাকবে। কঠোর লকডাউন কার্যকর করতে পুলিশ, বিজিবির পাশাপাশি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউনের ৩য় দিনেও মেহেরপুরে অভিযান চালানো হয়েছে। শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক অভিযান চালান।

সকালে বাংলাদেশ সেনানিবাস যশোর ২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির মেজর কাজী আসিফ এর নেতৃত্বে কোট এলাকা থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক গুলোতে ব্যাপক সচেতনতা মূলক অভিযান চালানো হয়। এসময় অযথা যারা বাইরে ঘোরাফেরা করছিলেন তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। একই সাথে অযাথা বাইরে না আসার জন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

জেলায় কঠোরভাবে লকডাউন বাস্তবায়ন করার লক্ষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে শহরসহ জেলার ৩ উপজেলায় সেনাবাহিনী লকডাউন সফল করতে অভিযান চালানো হয়েছে।

মিরপুর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ায় ২০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ মোঃ জাহিদ হাসান ইমন
(২২) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া ব্রীজ সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত মোঃ জাহিদ হাসান ইমন মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া এলাকার মৃতঃ তৌহিদ মন্ডলের ছেলে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জাহিদ হাসান ইমনকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছে থাকা ২০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। সে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলেও জানান তিনি।

আটককৃত জাহিদ হাসান ইমনের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এদিকে কুষ্টিয়ার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (মিরপুর সার্কেল) মোঃ আজমল হোসেনের সঠিক দিকনির্দেশনায় মিরপুর থানা এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ওসি।

কুষ্টিয়ায় আরও সাতজনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ৯৫

কুষ্টিয়ায় করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। থেমে নেই মৃত্যুর মিছিল। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে আরও সাত জনের। এ সময় ২২৯ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৯৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে।

শুক্রবার রাতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এখন পর্যন্ত জেলায় ৬৩ হাজার ৪৪২ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে ৬১ হাজার ১৫৬ জনের। বাকিরা নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদনের অপেক্ষায় রয়েছেন।

বর্তমানে কুষ্টিয়ায় সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ হাজার ৩৫৩ জন। তাদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ২০৪ জন এবং হোম আইসোলেশনে আছেন ২ হাজার ১৪৯ জন।

এদিকে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে কুষ্টিয়ায় চলমান লকডাউন আগামী ৭ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত চলবে। সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউন কার্যকরে সারাদেশের মতো কুষ্টিয়ায় মাঠে নেমেছে প্রশাসন। শুক্রবার দ্বিতীয় দিনেও র্যাব-পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর তৎপরতা দেখা গেছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় জনসমাগম ঠেকাতে মাইকিং করে ঘরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করছে প্রশাসন। এই লকডাউন বাস্তবায়নে ৬টি উপজেলায় সেনাবাহিনী ও বিজিবি মোতায়েন আছে। কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. খাইরুল আলম বলেন, কঠোরভাবে লকডাউন বাস্তবায়ন করতে পুলিশ মাঠে তৎপর রয়েছে।

জেলার বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশের চেকপোস্টে তল্লাশি করা হচ্ছে। সবার কাছ থেকে লকডাউন কার্যকর করতে সহযোগিতা পাচ্ছি। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের মধ্যে বর্তমানে সর্বোচ্চ শনাক্ত ও মৃত্যুর রেকর্ড হচ্ছে। সব উপজেলায় হু হু করে বাড়ছে মৃত্যু ও শনাক্তের সংখ্যা।

লকডাউনের মধ্যেও কেউ কেউ স্বাস্থ্যবিধি না মেনে রাস্তাঘাটে চলাচল করছে। এতে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। ফলে লকডাউনের সুফল মিলবে না। জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলার

প্রবণতার কারণে সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। করোনার সংক্রমণ যে হারে বাড়ছে, তাতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া বেশ কঠিন হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। মানুষকে সচেতন করতে মাঠে নেমে কাজ করা হচ্ছে। আমি নিজেও বিভিন্ন স্থানে ঘুরে মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছি।

এছাড়া বিধিনিষেধ প্রতিপালনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। তারা লকডাউন কার্যকর করতে পদক্ষেপ নিয়েছেন। বিধিনিষেধ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

বৃষ্টিতেও থেমে নেই কুষ্টিয়ার পু্লিশ সুপার খাইরুল আলম

কুষ্টিয়ায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে, স্বাস্থ্যবিধি মানতে সাত সকালে, কিংবা ভর দুপুরে অথবা পড়ন্ত বিকেলে এভাবেই শহরের প্রতিটি প্রান্তর পরিদর্শন করছেন। তিনি জনসাধারণকে ঘরে রাখতে এবং স্বাস্থ্যবিধি মানতে শতভাগ সফল পু্লিশ সুপার খাইরুল।

এদিকে সরকারের কঠোর লকডাউন মানাতে কুষ্টিয়ায় নজিরবিহীন সৃষ্টি করেছেন এই পুলিশের কর্তাব্যাক্তি। বৃষ্টির মধ্যেও তিনি থেমে নেই। শহরের এ প্রান্তর থেকে ও প্রারন্তর পর্যন্ত তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন কেবল মানুষকে ঘরে থাকার জন্য। বিগত সময়ে তিনি যে শ্রম দিয়েছেন, ঘাম ঝরিয়েছেন আজ দেশব্যাপী কঠোর লকডাউনের প্রথম দিনেই এর সফলতা দেখা যাচ্ছে কুষ্টিয়া জেলাব্যাপী। বিগত দিনগুলিতে তিনি নিজে শহর থেকে গ্রামে ছুটেছেন।

প্রতিটি থানা, পুলিশ ক্যাম্প এবং বীট পুলিশিংকে শতভাগ কাজে লাগিয়েছেন। মিরপুরে স্থাপন করেছেন কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের আধুনিক পুলিশ ব্যারিকেড। শহর থেকে গ্রামগুলোকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন

করে দেন পুলিশ সুপার খাইরুল আলম। ফলে স্বাভাবিকভাবে সড়কে লোক যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়।

জননেতা মাহবুবউল আলম হানিফ এমপির আহবানে জেলা প্রশাসক সাইদুল ইসলাম এবং পুলিশ সুপার খাইরুল আলমের নেতৃত্বে এই জেলায় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, গণমাধ্যমের সাথে এক চমৎকার যোগসূত্র তৈরীর মাধ্যমে কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে ঐক্যতান সৃষ্টি হয়েছে। যার শতভাগ ফল পাচ্ছে জেলাবাসী। কমতে শুরু করেছে করোনা শনাক্ত ও মৃত্যুর হার।

একদিকে হাসপাতালকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল ঘোষণা, একের পর এক অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ, জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে চিকিৎসক, নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা পরিষদ, জেলা আওয়ামীলীগ, সকল উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকলকে উজ্জীবিত এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছেন অপরদিকে পুলিশ সুপারের পৃথক ভার্চুয়াল সভায় যুক্ত হয়ে লকডাউন বাস্তবায়নে পুলিশ সদস্যদের শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক জননেতা মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি।

কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার খাইরুল আলম বলেন, কুষ্টিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব সুলতানা আফরোজ স্যারও ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে আমাদের নানা রকম পথনির্দেশ দিয়েছেন। জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ কাধে কাধ মিলে নিরলসভাবে কাজ করছে। গণমাধ্যমকর্মীরা লেখনীর মাধ্যমে আমাদের উৎসাহিত করেছেন, মাঠে ময়দানে সঙ্গ দিয়েছেন। কুষ্টিয়ার মানুষকে করোনার মহাদূর্যোগ থেকে বাঁচানোই এখন জেলা পুলিশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

কঠোর লকডাউন বাস্তবায়ন করতে সচেতনতায় ইউ পি চেয়ারম্যান

মিজানুর রহমান রানা

সরকারের ৭ দিনের কঠোর লকডাউন বাস্তবায়ন করতে নিজেই মাঠে নেমে সচেতনতা সৃষ্টি করছেন কাথুলী ইউ পি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা। শুক্রবার বিকেল থেকে সরকারের কঠোর লকডাউন বাস্তবায়ন করতে এবং নিজ নির্বাচনী এলাকার মানুষ গুলোকে নিরাপদ রাখতে নিজেই মাঠে নেমে কাজ করে চলেছেন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

কাথুলী ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে যেয়ে সময় মত দোকান পাঠ বন্ধের নির্দেশ এবং দোকানের মাচা গুলো সাথে সাথে উঠিয়ে দেওয়াসহ সকলকে বাসায় থাকতে বলেন।

মিজানুর রহমান রানা জানান, সরকারের ৭ দিনের কঠোর লকডাউন বাস্তবায়ন করতে এবং আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষ গুলো সুস্থ রাখতে আজ প্রতিটা গ্রামে গ্রামে যেয়ে মানুষকে সচেতন করছি, যাতে করে আমার ইউনিয়ন বাসী মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং সুস্থতার সাথে যেন থাকতে পারে।

তাই আমি মসজিদে সসহ রাস্তায় মাস্ক বিহিন যারা ছিল তাদের মাস্ক দিয়ে বাড়িতে যাওয়ার আহব্বান জানাই।এবং এমন অভিযান ইতিমধ্যে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম স্যার মোবাইল কোটের মাধ্যেমে জরিমানা করে মানুষকে সচেতন করছেন,

এছাড়াও মাননীয় সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন ভাই ফোনের মাধ্যেমে আমাদের কে নিজের এলাকার মানুষ গুলো যেন বাসায় থাকে সে বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন, তাই আমি নিজে মানুষের কল্যানে আমার ইউনিয়ন বাসী কে সুস্থ রাখতে নিয়োমিত এমন অভিযান চালিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ্।